পাক্ষিক পত্রিকা (একাদশী তিথি)
২৩শ সংখ্যা, উত্থান একাদশী,
৩১শে অক্টোবর, ২০১৭।
আগামীকাল পারণঃ ০৫.৪১ – ০৯.২৭
(মায়াপুর)

শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অমিয় শিক্ষাধারা সেবার অভিপ্রায়ে এক ক্ষুদ্র প্রয়াস

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

নির্বাচিত ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্যের বিশেষ দিক

ভগবানের শক্তি ও রূপ
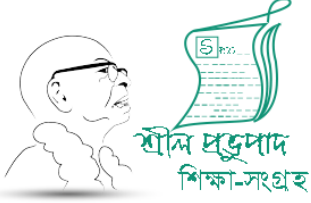
- অনুচ্ছেদ ১ – ভগবান সবিশেষ ও নির্বিশেষ উভয়ই।
- অব্যক্ত জগৎও মুকুন্দ, কেন না তা মুকুন্দের শক্তি থেকে প্রকাশিত হয়েছে।
  - ★ দৃষ্টান্ত - শাখা-প্রশাখাগুলিও বৃক্ষ; কিন্তু পূর্ণ বৃক্ষটি পাতা নয় অথবা শাখা-প্রশাখা নয়
- 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম' – সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম ছাড়া আর কিছুই নয়। এই উক্তিটির অর্থ হচ্ছে যেহেতু সব কিছুই পরম ব্রহ্ম থেকে প্রকাশিত হয়েছে, তাই সবই ব্রহ্ম।
  - ★ দৃষ্টান্ত – তেমনই দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হাত-পাগুলিকে দেহ বলা হয়, কিন্তু পূর্ণ দেহটি হাত অথবা পা।
- দেহের সঙ্গে যুক্ত হাত অথবা পায়ের মতো থাকে না। তেমনই, ভগবদ্বিহীন সভ্যতা, যা পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য প্রেমময়ী সেবা থেকে বিচ্ছিন্ন, তা ঠিক দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হাত পায়ের মতো।
- অনুচ্ছেদ ২ – বেদে বর্ণনা করা হয়েছে যে, পরমেশ্বর ভগবান স্বাভাবিকভাবে পূর্ণশক্তিমান এবং তাই তাঁর পরা-শক্তি সর্বদাই পূর্ণ এবং তাঁরই মতো।
  - ★ অন্তরঙ্গা শক্তি – উৎকৃষ্ট, চেতন সত্তা, পূর্ণভাবে অভিন্ন।
  - ★ বহিরঙ্গা নিকৃষ্ট, জড়, তাই আংশিকভাবে অভিন্ন।
- আর ভগবান হচ্ছেন এই শক্তিগুলির অধীশ্বর বা শক্তিমান।
  - ★ দৃষ্টান্তঃ বিদ্যুৎ-শক্তি যতই শক্তিশালী হোক না কেন, তা সর্বদাই ইঞ্জিনিয়ারের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।
- অনুচ্ছেদ ৩ – জীবও ভগবানের মতো। কিন্তু কোন অবস্থাতেই জীব ভগবানের সমকক্ষ অথবা ভগবানের থেকে বড় হতে পারে না।
- মানুষ পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়ার পর ভগবানের গুণাবলীর একটি বৃহৎ অংশ লাভ করতে পারে (প্রায় শতকরা ৭৮ ভাগ), কিন্তু সে কখনই পরমেশ্বর ভগবানকে অতিক্রম করতে পারে না। (শ্রীঃভাঃ ১/৫/২০ তাৎপর্য)

জ্ঞান

- গুহ্য জ্ঞানঃ ভগবদ্ভক্তির জ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের অনেক অনেক উপরের বিষয়। 'জ্ঞান' বলতে সাধারণ জ্ঞান অথবা যে কোন ধরনের জ্ঞান বোঝায়। সেই জ্ঞান নির্বিশেষ ব্রহ্ম পর্যন্ত পৌঁছতে পারে।
- গুহ্যতর জ্ঞানঃ তার উপরে, সেই জ্ঞান যখন আংশিকভাবে ভক্তি-মিশ্রিত হয়, তখন তা পরমাত্মা উপলব্ধি বা ভগবানের সর্বব্যাপকতা উপলব্ধি পর্যন্ত প্রসারিত হয়।
- গুহ্যতম জ্ঞানঃ কিন্তু এই জ্ঞান যখন শুদ্ধ ভক্তিতে পর্যবসিত হয়, তখন তাকে বলা হয় গুহ্যতম জ্ঞান। এই গুহ্যতম জ্ঞান ভগবান ব্রহ্মা, অর্জুন, উদ্ধব আদি শুদ্ধ ভক্তদের দান করেছিলেন।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/৩০ তাৎপর্য)

ভক্তি প্রবাহ

- নদী যেমন সমুদ্রে মিলিত হওয়া পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে, তেমনই শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তিও চরম লক্ষ্য ভগবৎ-প্রেম লাভ পর্যন্ত অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। ভগবদ্ভক্তির এই প্রবাহ রোধ করা যায় না। পক্ষান্তরে, তা অন্তহীনভাবে প্রবাহিত হতে থাকে। (শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/২৮ তাৎপর্য)

ভগবানের শক্তি

- ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে অথবা গুহ্যতম জ্ঞানের প্রভাবে, ভগবানের বিভিন্ন শক্তি কিভাবে কাজ করছে, তা সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়।
- ভগবানের অনন্ত শক্তি সমূহকে তিনটি প্রধান বিভক্ত করা হয়।
- অন্তরঙ্গা – জড় জগৎ।
- বহিরঙ্গা – চিন্ময় জগৎ।
- তটস্থা – জীব।
  - ★ মুক্ত জীব – অন্তরঙ্গা শক্তির সেবা করছে।
  - ★ বদ্ধ জীব – বহিরঙ্গা শক্তির সেবা করছে।

(শ্রীমদ্ভাগবত ১/৫/৩১ তাৎপর্য)

ইমেল – spss.ekadashi@gmail.com, ফেসবুক পেইজ – শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা-সংগ্রহ, What's app - +918007208121

শ্রীল প্রভুপাদ প্রবচন

কৃষ্ণ কৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ
(গত সংখ্যার পর)

ভগবদ্গীতা – ৯ই মার্চ, ১৯৬৬, নিউইয়র্ক।

প্রভুপাদঃ স্তর। কোন স্তর নয়। এখন মনে করুন, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সূর্যদেব। সূর্যদেব সূর্যলোকের মুখ্য জীব বা ব্যক্তিত্ব। তাঁর অবস্থান আর আমার অবস্থানের মধ্যে বিরাট ব্যবধান আছে। তিনি এরকম গ্রহ পরিচালনা করছেন। তিনি সূর্যমণ্ডলের মূখ্য ব্যক্তিত্ব বা জীবাত্মা। তাঁর শক্তির মাত্রা এখানকার রাষ্ট্রপতি জনসন বা অন্য যে কেউ এর তুলনায় অনেক বেশি। বোঝা গেল? এরকম অসীম শক্তি থাকা সত্ত্বেও তিনি ভগবান নন। ভগবান নন। তিনিও ভগবানের সেবক। যেকোন ব্যক্তি এমনকি ব্রহ্মাজী। চৈতন্য চরিতামৃতে এক শ্লোক আছে — একলে ঈশ্বর কৃষ্ণ আর সব ভৃত্য ... (চৈঃ চঃ আদি ৫.১৪২)। সমস্ত জীবেরা, অসংখ্য জীবাত্মা, কিন্তু সবাই ভগবানের সেবক। তাদের অবস্থান উচ্চ নীচ হয়তবা রয়েছে, কিন্তু তা তাদেরকে ভগবানের সমকক্ষ করেনা। ভগবান সম্পূর্ন আলাদা। পতঞ্জলী যোগশাস্ত্রে এটিও উল্লেখ কয়রা হয়েছে, ভগবান হচ্ছেন পরমেশ্বর। তিনি মহান। তিনিই মহত্তম। অসমোর্ধ্ব। কেউই তাঁর সমান নয় অথবা তাঁর থেকে মহান কেউ নয়। সবাই তাঁর অধস্তন। তাহলে সেই প্রশ্ন সমাধান হয়েছে?

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ হ্যাঁ। এখন প্রায়ই দেবতাদের নাম ব্যাবহার করছেন এবং তাই আমি...

প্রভুপাদঃ এখন দেবতারা, দেবতারা, ঠিক আপনার এবং আমার মতো। দেবতারা ঠিক আপনার এবং আমার মতো। কিন্তু তারা আপনার এবং আমার হতে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন।

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ এখন, আপনি বলছেন সূর্য।

প্রভুপাদঃ সূর্য, হ্যাঁ। তিনিও একজন...

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ সূর্য একই গ্রহ।

প্রভুপাদঃ সূর্য একটি গ্রহ, কিন্তু সেখানে নিয়ন্ত্রক দেবতাও রয়েছেন।

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ হ্যাঁ।

প্রভুপাদঃ সেখানে একজন নিয়ন্ত্রক... ঠিক যেমন এখানে, এই গ্রহে, গোলক দর্শন করেন, কিন্তু এই গোলকে অনেক সংখ্যক নিয়ন্ত্রনকারী দেবতাও রয়েছেন। রাষ্ট্রপতি জনসন, ভারতের প্রধান মন্ত্রী, এরূপ অসংখ্য রয়েছে। কিন্তু, যখন আপনি উর্ধ্বাকাশে আরোহণ করেন মাত্র গোলকরূপে দর্শন করেন। সুতারাং যখন আপনি এখানে উপস্থিত হন তখন খুঁজে পান...। একইভাবে, নয় কোটি মাইল দূর থেকে আপনি সূর্যকে মাত্র একটি গোলকরূপে দর্শন করেন, কিন্তু এটি গোলক নয়। এটা, এটা অনেক, এটা এই গ্রহ হতে অনেক বৃহৎ এবং সেখানে নগর এবং পুরুষগণ এবং ব্যাক্তিরা এবং সবকিছু রয়েছে। কিন্তু তারা অগ্নি নির্মিত, তাঁদের দেহ অগ্নি নির্মিত। আপনার দেহ মৃত্তিকা দ্বারা তৈরি। সেটিই পার্থক্য। ঠিক যেমন, আপনি জলে বাস করতে পারেন না। কারণ, কারণ আপনার দেহ ভিন্ন ভাবে তৈরি যার জন্য আপনি জলে বাস করতে পারেন না। একইভাবে, জলজ জীব স্থলে বাস করতে পারে না। একই ভাবে, আমরাও এই কারনে সূর্য লোকে বাস করতে পারি না, আমাদের দেহ, এর অর্থ এই নয় যে, সেখানে কোন জীব সত্তা নেই। সেখানে জীব সত্তা রয়েছে। সর্বোপরি, সমগ্র জড়জগত পাঁচটি উপাদান দ্বারা সৃষ্ট, মৃত্তিকা, জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ। এখন এই পাঁচটি উপাদানের মধ্যে কিছু গ্রহে মৃত্তিকা প্রাধান্যপূর্ণ। কিছু গ্রহে জল প্রাধান্যপূর্ণ। কিছু গ্রহে অগ্নি প্রাধান্যপূর্ণ। কিছু গ্রহে বায়ু প্রাধান্যপূর্ণ। কিন্তু এতে এটা প্রতিপন্ন হয় না যে, সেখানে জীব সত্তা নেই। সেখানে জীব সত্তা রয়েছে। সূর্য লোক এমন একটি গ্রহ যেখানে, অগ্নি প্রাধান্যপূর্ণ। এখন, চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুযায়ী তাপ ও অগ্নি দ্বারা জীবাণু মারা যায়। কিন্তু অগ্নিতেও জীব সত্তা রয়েছে। ঠিক যেমন, ড. মিশ্র আফিম সম্পর্কে উদাহরণ দিচ্ছিলেন। এখন, আফিম প্রাণঘাতী বিষ। প্রাণঘাতী বিষ। কিন্তু এই আফিমেও আপনি কিছু কৃমি খুঁজে পাবেন।

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ কিছু কি?

প্রভুপাদঃ কৃমি।

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ কৃমি?

প্রভুপাদঃ হ্যাঁ। এটা কিভাবে সম্ভব? তারাও জীব সত্তা। যদিও আমি, যদিও আমি একবিন্দু আফিম গ্রহণ করি আমি মারা যাব। কিন্তু তারা বাস করছে ও তারা খাদ্য গ্রহণ করছে এবং তারা সেখানে বেঁচে আছে। সুতরাং যদিও আফিম গ্রহণ এবং বেচে থাকা আমার জন্য অসম্ভব, আপনি বলতে পারেন না যে, সেখানে অন্য জীব..., সেখানে কোন জীব সত্ত্বা থাকতে পারে না। একইভাবে, আপনি অভিজ্ঞ যে, অগ্নিতে বসবাস অসম্ভব। সেটি এই অর্থ করে না যে, সূর্য লোকে কোন জীব সত্তা নেই। সেখানে জীব সত্তা রয়েছে। কারণ ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে, যথাযথ, আপনি জীবাত্মা খুঁজে পাবেন, এটা অগ্নিতে দাহ্য নয়। এটি অগ্নি দারা দাহ্য নয়। কারণ এটা আধ্যাত্মিক। জাগতিক উপাদানের এটিকে ধ্বংস করার সামর্থ্য নেই। এটা অগ্নি দ্বারা দাহ্য নয়। সুতরাং, উপসংহার করা যায় যে, প্রত্যেক গ্রহে জীব সত্তা রয়েছে। সেখানে বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন সত্তা রয়েছে এবং যেহেতু উচ্চলোকে অধিক বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যাক্তি, সত্তা রয়েছে যাদের দেবতা বলা হয়। দেবতা অর্থ হল তারা বাস্তবে পরমেশ্বর ভগবানের প্রায় সমান যোগ্যতা লাভ করেছেন। তাঁদের এমন যোগ্যতা রয়েছে।

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ এবং দেবতারা।

প্রভুপাদঃ অ্যাঁ?

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ এবং দেবতারা?

প্রভুপাদঃ দে... দেবতারা? দেবতারা।

জনৈক ভদ্রমহিলাঃ দেবতারা।

প্রভুপাদঃ সেটি সংস্কৃত শব্দ। প্রকৃত দেব অর্থ পরমেশ্বর ভগবান এবং যখন আপনি দেবতা বলেন...। এই দেবতা, তারা ভগবানের অনুগত সেবক। তারা অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। সুতারাং যখন আপনি ভগবানের অনুগত ভক্তে পরিণত হন আমরাও একই ধরনের পদ মর্যাদা লাভ করতে পারি। সূর্য লোকে, চন্দ্র লোকে, স্বর্গ লোকে, ব্রহ্ম লোকে। সুতরাং ভগবানের ভক্তরা দুর্ভাগা নয়। তারা অনেক ক্ষমতার অধিকারী। নিয়ন্ত্রনের শক্তির জন্য। তাই তাঁদের দেবতা, বলা হয়। দেবতা মানে, যারা...। সংস্কৃতে দুইটি শব্দ ব্যবহৃত হয়, দেবতা ও অসুর। অসুর।

(পরবর্তী অংশ আগামী সংখ্যায়)

আগামী ৩০শে নভেম্বর, ২০১৭, গীতা জয়ন্তি তিথিতে আমাদের এই পাক্ষিক পত্রিকা "শ্রীল প্রভুপাদ শিক্ষা সংগ্রহ" এর ১ম বর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে থাকছে বিশেষ সংখ্যা। এবং আরও আনন্দের সংবাদ এই যে, পত্রিকাটির পৃষ্ঠা সংখ্যা এখন থেকে আরো ২ পৃষ্ঠা বৃদ্ধি করে মোট ৪ পৃষ্ঠা করা হচ্ছে। আমাদের সাথে থেকে অনুপ্রাণিত করার জন্য আপনাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।